SEMESTER-2nd
Honours Course
CORE COURSE - 3
BY - Priyanki Ghosh (Dhar Choudhury)
SACT [State Aided College Teachers]

প্রশ্ন> বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান আলোচনা করো।

উত্তর> আধুনিক বাংলা কথা সাহিত্য প্রকৃত প্রস্তাবে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা সাহিত্য। তাঁরা হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে স্বতন্ত্র ভূমিতে পদচারণা করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি বস্তুবাদ ও বিজ্ঞানদৃষ্টিকে গ্রহণ করেছেন। শুধু তাই নয়, সামাজিক সমস্যা ও ব্যক্তির পতনের কারণগুলিকে অনুসন্ধান করে তাকে তাঁর সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ভাষায়- তিনি 'কল্লোলের কুলবর্ধন'। তাঁর আসল নাম প্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯৩৫ সালে তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'জননী'। তাঁর প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থগুলি হলো- 'দিবারাত্রির কাব্য' (১৯৩৫), 'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬), 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬), 'সহরতলী' (১ম পর্ব- ১৯৪০, ২য় পর্ব-১৯৪১), অহিংসা (১৯৪১), 'চতুষ্কোণ' (১৯৪৮) প্রভৃতি. তিনি মোট চল্লিশটি উপন্যাস করেছেন।

'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসে তিনটি ভাগ। প্রথম ভাগে আছে 'দিনের কবিতা', দ্বিতীয় ভাগে আছে 'রাতের কবিতা', তৃতীয় ভাগ 'দিবারাত্রির কাব্য'। প্রথম ভাগে বর্ণিত হয়েছে হেরম্ব ও সুপ্রিয়ার সম্পর্কের কথা। দ্বিতীয় ভাগে 'রাতের কবিতা'য় বর্ণিত হয়েছে হেরম্বর আনন্দের প্রতি আকর্ষণ অনুভব। সুপ্রিয়ার আবির্ভাব হেরম্বের মনের অন্তর্দ্বন্দ্বকে আবার প্রবলভাবে পুনর্জীবিত করে তুলেছে এই বিষয়টি তৃতীয় ভাগের বিষয়বস্তু। উপন্যাসটিতে বর্ণিত হয়েছে জীবনের কবিতা, চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, নানা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে নিঃসন্দেহে বাংলা উপন্যাসে অভিনব।

'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন এই সমাজে পুতুল কারা এবং কারাই বা তাদের নাচায়। আক্ষরিক অর্থে

পুতুল

পুতুল নাচের কোনো কাহিনী নেই। কিন্তু কেউ একজন আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়ছেন। এখানে, মানুষ যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে মানুষ ও পুতুলের দ্বৈরথ নির্মাণ করেছেন। এই উপন্যাসে আর একটি দিক হলো, প্রতিটি চরিত্র একই সাথে দুটো জীবন যাপন করে। কুসুম এর বাবা শশীকে বলেছে- "সংসারে মানুষ চায় এক হয় আর এক, চিরকাল এমনি দেখে আসছি ডাক্তারবাবু। পুতুল বই তো নই আমরা, একজন আড়ালে বসে খেলাচ্ছেন।" আবার শশী কুসুমকে বলেছে- "শরীর, শরীর, তোমার কি মন নাই কুসুম।"

'পদ্মানদীর মাঝি' ও 'পুতুলনাচের ইতিকথা' একই বছরে প্রকাশিত হয়েছে। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে লেখক চিত্রিত করেছেন ধীবর গোষ্ঠীর জীবনচিত্র। পদ্মানদী স্বতন্ত্র চরিত্র হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, পদ্মা তীরবর্তী জেলেদের মান-অভিমান-ঈর্ষা-ষড়যন্ত্র-চালচলন-প্রীতি-ভ্রাতৃত্ব সবকিছুই লেখকের নিপুণ তুলির ছোঁয়ায় আছে জীবন্ত হয়ে উঠেছে, কুবের-মালা-কপিলার জীবন কাহিনী যেমন আছে তেমনি আছে হোসেন মিয়ার মতো একটি চরিত্র। ভৌগোলিক সত্তার বিশিষ্ট প্রকাশ ও পূর্ববঙ্গের কথ্যভাষার এক অপূর্ব মেলবন্ধন লেখকের লেখায় উপস্থাপিত,

'জননী' উপন্যাসে লেখক সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে শ্যামার চরিত্র উপস্থাপিত করেছেন, বাস্তব সুখ দুঃখকে অবলম্বন করে শ্যামার চরিত্রে মাতৃত্বের বাস্তব চিত্র উপস্থাপিত, শ্যামা হয়ে উঠেছে বাস্তব রক্ত মাংসের মানুষ। রবীন্দ্রনাথ 'দুই বোন' এ জননী ও জায়ার পার্থক্য দেখিয়েছেন। 'জননী' উপন্যাসে প্রথমেই জাতির একটি সম্পূর্ণ চিত্র পাই আমরা,

'শহরতলী' উপন্যাসে পুঁজিপতি ও মেহনতি মানুষের দ্বন্দ্ব বিশ্লেষিত হয়েছে, সত্যপ্রিয় চক্রবর্তী পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রতিনিধি, সে নির্মম, শোষণের সব পদ্ধতি তার জানা, যশোদা শোষিত শ্রেণীর প্রতিনিধি, উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে উভয়ের পরিবর্তন সংসারমুখী,

মার্ক্সবাদে দীক্ষিত হয়ে তিনি জীবনে যে সত্যনিষ্ঠা ও বস্তুনিষ্ঠ প্রবণতাকে খুঁজে পেয়েছিলেন তাকে উপস্থাপিত করেছেন তিনি তাঁর দুটি উপন্যাসে। এই উপন্যাস দুটি যথাক্রমে-

'প্রতিবিম্ব' (১৯৪৩) 'দর্পণ' (১৯৪৫), 'দর্পণ'-এ সর্বহারা সংগ্রামী মানুষের কঠিন শপথ ও সাহসী লড়াইয়ের কাহিনী পাই।

'চতুষ্কোণ' উপন্যাসে লেখক যৌন জীবনযাপনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ চিত্রিত করেছেন, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় এর মতে- 'চতুষ্কোণ' নামটিও সার্থক, এই উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত জীবনের বিকার নয়, জীবনের প্রতি আসক্তিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

'সার্বজনীন' উপন্যাসে উদ্বাস্তু সমস্যাকে লেখক উপস্থাপিত করেছেন।

'ছন্দপতন' উপন্যাসে তুলে ধরেছেন তুলে ধরেছেন বস্তুবাদী জীবনের স্বরূপ কে।

উপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষত্বগুলিকে আমরা সূত্রাকারে আলোচনা করতে পারি।

১) জীবনের প্রতি গভীর মমত্ববোধ তাকে ব্যক্তি ও সমাজজীবনের সমস্ত অন্যায় ও বিশৃঙ্খলাকে দূর করবার কাজে উৎসাহিত করে তুলেছে।

২) সামাজিক- অর্থনৈতিক চেতনা তাঁর উপন্যাসকে এক বিশিষ্টতা দান করেছে। তিনি তার উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছেন Have and Haven't এর দ্বন্দ্ব। যা বর্তমান সময়ে ও চলমান।

৩) নরনারীর জৈবসত্তা এবং তার বিকারের নানা রেখাচিত্র তিনি নিখুঁত বে-আব্রু ভাষায় বর্ণনা করেছিলেন। তিনি যেমন নিরাসক্ত ভাবে মানুষের জীবনচিত্র অঙ্কন করেছেন তেমনি তাদের জীবন সমস্যার প্রতিমোচনে তৎপর হয়ে উঠেছেন।

৪) পূর্ববঙ্গের পরিবেশ ও সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে অভিজ্ঞ লেখক ঐ অঞ্চলের সর্বহারা মানুষের জীবনচিত্রকে খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

বিশিষ্ট সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কালের প্রতিমা' গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন, "জীবন শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোন দিন সুযোগ পাননি, সে-ই তাঁর অহংকার।"